প্রথম আলো

প্রাথমিক শিক্ষায় তিন চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক অগ্রগতি হলেও শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের স্বল্পতা, ঝরে পড়া, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে কাজের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া, জবাবদিহির অভাবসহ এখনো বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসনের জন্য এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এ জন্য নিতে হবে বহুমুখী উদ্যোগ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) উদ্যোগে গতকাল বুধবার রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে 'প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক এক পরামর্শসভায় এসব বিষয় উঠে আসে। এর উত্তরণে একগুচ্ছ সুপারিশও করা হয়। সভায় টিআইবির প্রকল্পভুক্ত দেশের ৪৫টি অঞ্চল থেকে জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। পরে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীনও অংশ নেন। বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী সভার সুপারিশগুলো উপস্থাপন করেন টিআইবির উপনির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া খায়ের।

সভায় কার্যপত্র ও সুপারিশে বলা হয়, শিক্ষকের স্বল্পতা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত প্রায় ১ : ৫৩। শিক্ষানীতির আলোকে এই অনুপাত ১ : ৩০ করতে হবে। শিক্ষক পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের প্রভাব দূর করতে হবে। প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণী ও সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিতে হবে। বাড়াতে হবে বেতন। শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের পড়ানোর বাইরেও সরকারের নানা ধরনের কাজ করতে হয়।

ঝরে পড়াকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, এখনো ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। ঝরে পড়ার উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার গুণগত মানের অভাব, শিক্ষার্থীদের আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ততা, শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে না পারা, বিদ্যালয়ে অনিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম, অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন (হোম ভিজিট) না করা। উপবৃত্তির আশায় ভর্তি হয়ে আবার কিছুদিন পর শর্ত পূরণ করতে না পারায় এই সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে বাদ পড়াও ঝরে পড়ার আরেক কারণ। এ বিষয়ে স্কুল ফিডিং বৃদ্ধির জন্য সরকারি বরাদ্দ বাড়ানোসহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

সবাই মিলে কাজ করলে সুশাসন সম্ভব : সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন বলেন, সবাই মিলে আন্তরিকভাবে কাজ করলে প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

সভাপতির বক্তব্যে টিআইবির সভাপতি সুলতানা কামাল বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ দেশের সামগ্রিক চ্যালেঞ্জের অংশ। এখানে দুর্নীতি একটা বড় বিষয়। জবাবদিহির অভাবে দুর্নীতি করেও অনেকে পার পেয়ে যায়।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে, তবে দুর্নীতি কমলে প্রাথমিকের অর্জন আরও ভালো হতো। তিনি শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানোর ওপর জোর দিয়ে বলেন, প্রতিরক্ষা খাতে যেভাবে ব্যয় হয়, সেটা হয়তো দরকার আছে। কিন্তু শিক্ষার চেয়ে কেন বেশি হবে, তা বিবেচনা করে পাই না। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক ফারুক হুসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য চৌধুরী সারওয়ার জাহান প্রমুখ।